তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রভুর ভাবাবেশ, মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহমূর্তি-প্রকট-করণ, তদ্দর্শনে মুরারির স্তুতি, শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র, তাঁহার নবদ্বীপে নন্দনাচার্য-গৃহে আগমন, ভক্তের নিকট প্রভুর স্বীয় অদ্ভুত স্বপ্ন-বর্ণন, প্রভুর বলদেবাবেশে মদ্যযাচ্ঞা, নন্দনাচার্য-গৃহে সগোষ্ঠী প্রভুর আগমন ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন, নিত্যানন্দকে জানাইবার জন্য প্রভুর কৌশল প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় সর্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর।।১।।

জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দিয়া প্রভু উদ্ধারহ দীন।।২।।

এইমত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব-পরিকর।।৩।।

প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে গলা ধরিয়া সবার।।৪।।

দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব-দাসগণ।
চতুর্দিকে প্রভু বেড়ি' করয়ে ক্রন্দন।।৫।।

ভক্তগণের প্রভু-সঙ্গে অহর্নিশ কীর্তন—

আছুক দাসের কার্য, সে-প্রেম দেখিতে।
শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে।।৬।।

ছাড়ি' ধন, পুত্র, গৃহ, সর্ব-ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্তন।।৭।।

প্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ—

হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয়।।৮।।

দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা-আগমন।।৯।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সকল প্রাণীর পরমেশ্বর বিশ্বম্ভর। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর ঈশ্বর এবং গদাধরেরও ঈশ্বর। তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎকর্ষজগতে প্রচারিত হউক।।১।।

আমি বৃন্দাবনদাস নিতান্ত দীন ব্যক্তি। হে প্রভু বিশ্বম্ভর! তুমি আমার সেবা-বুদ্ধি বিধান করিয়া সংসার-ভোগবুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ কর। অদ্বৈত প্রভৃতি তোমার সেবকগণ তোমাকে ভক্তিদ্বারা বাধ্য করিয়াছেন। তোমার বার বার জয় হউক।।২।।

সকল প্রাণীর একমাত্র প্রভু ও জীবন-স্বরূপ গৌরসুন্দর সকল ভক্তবর্গকে অত্যন্ত আত্মীয় জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের গলদেশ ধারণ-পূর্বক ক্রন্দন করেন।।৪।।

প্রভুর প্রেমসন্দর্শনে তাঁহার সকল ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া ক্রন্দন করেন।।৫।।

শুষ্ককাঠে জলের সমাবেশ থাকে না; প্রস্তরের অভ্যন্তরেও জলাভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভূমিকায় প্রেমরহিত শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ও প্রেমাপ্লুত হইয়াছিল। তাঁহার নিজ দাসগণ সেবন-সূত্রে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার প্রেমদর্শনে অসমর্থ তাদৃশ অচেতন পদার্থেও সরসতা লক্ষিত হইয়াছিল।।৬।।

যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্ছিত হইলে—প্রহরেক নাহি শ্বাসে।।১০।।
ক্ষণে হয় স্বানুভাব,—দন্ত করি' বৈসে।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই"—ইহা বলি' হাসে।।১১।।
"কোথা গেল নাড়া বুড়া,—যে আনিল মোরে?
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরে-ঘরে।।"১২।।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ রে! বাপ রে!' বলি' কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পা'য়ে বান্ধে।।১৩।।
অক্রূর-যানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া।।১৪।।
হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রুর।
সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর।।১৫।।
"মথুরায় চল, নন্দ! রাম-কৃষ্ণে লৈয়া।
ধনুর্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া।।"১৬।।
এইমত নানা ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয়।।১৭।।

মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ-মূর্তি-প্রকটন—

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি।।১৮।।
অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান্-প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন।।১৯।।
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন।।২০।।
"শূকর শূকর" বলি' প্রভু চলি' যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দিকে চায়'।।২১।।
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর।।২২।।
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে।।২৩।।
গর্জে যজ্ঞ-বরাহ-প্রকাশে' খুর চারি।
প্রভু বলে,—"মোর স্তুতি করহ মুরারি!"২৪।।

সকল সেবকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ, ধন ও প্রিয় পুত্র প্রভৃতির সঙ্গ পরিহার করিয়া সর্বক্ষণ প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন।।৭।।

কৃষ্ণসেবায় তন্ময়তা লাভ করিয়া গৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের যে যে লীলার কথা শ্রবণ করেন, তাদৃশী লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ ভাব প্রদর্শন করেন। দাস্যভাবে রোদন করিতে করিতে দুই প্রহর কাল গঙ্গা-ধারার ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করিলেন। কখনও বা সার্ধসপ্তদণ্ডকাল হাস্যরসে বিভোর থাকিয়া প্রমত্ত থাকিলেন। কোন সময়ে বা তিনঘণ্টা-কাল শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত থাকিলেন। কখনও বা দম্ভভরে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতে গিয়া হাস্যপূর্বক "আমি সেই বস্তু" বলিয়া চীৎকার করিলেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর আপনাকে ভগবান্ বলিয়া লোককে জানাইলে সত্য হইতে চ্যুত হইতে হয় না। কিন্তু অসুরস্বভাব সম্পন্ন অপরাধী জীব "জীবমাত্রেই ভগবান্" প্রভৃতি প্রলপিত বাক্যের দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন করিলে তাহাদের মঙ্গল লাভ হয় না। যদিও গৌরলীলায় কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্বক জীবকুলকে তাহাদের সৌভাগ্য উদঘাটিত করিয়া সেবকের লীলা দেখাইতেছেন, তথাপি তাহার মধ্যেও মায়াবাদী পাষণ্ডি অসুর-প্রকৃতি জনগণের মোহন-জন্য মায়াবাদীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগের মূঢ়তা-সম্পাদন করিতেছেন। গৌরহরি কোন সময়ে বলিতেছেন,----'আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে যিনি প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ আচার্য অদ্বৈত এখন আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? তাঁহার ইচ্ছামতেই আমি প্রত্যেক গৃহে ভক্তি-রস বিতরণ করিব।' এইরূপ বলিতে বলিতে গৌরসুন্দর নিজের লম্বমান চাঁচর কেশদ্বারা স্বীয়-পদ-বন্ধনে নিযুক্ত হইলেন। কখনও বা 'কৃষ্ণ', 'বাপ', 'সৌম্য', 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দে উচ্চস্বরে সুদূরবর্তী কৃষ্ণের আহ্বান করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কখনও বা বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া অক্রূর যেরূপ ব্রজে আগমনপূর্বক কৃষ্ণকে লইবার জন্য বাক্যবিন্যাস করিয়াছিলেন, সেই অক্রূরের ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন----'হে নন্দ! রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চল। সেখানে গিয়া আমরা ধনুর্যজ্ঞ-মহোৎসব দর্শন করি।' (ভাঃ ১০।৩৯,৪২ অঃ দ্রষ্টব্য)। কখনও ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎপ্রণতি করিতে লাগিলেন। এরূপ নানাবিধ ভঙ্গীদর্শনে ভক্তগণ আনন্দমগ্ন হইলেন ।।৮-১৭।।

স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব-দরশনে।
কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে।।২৫।।
প্রভু বলে,—"বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন নাহি জান' মুঞি এই ঠাঞি।।"২৬।।
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি।।২৭।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্রবদন হই' যারে স্তুতি করে।।২৮।।
তবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়? ২৯।।
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব তত্ত্ব না জানে তোমার।।৩০।।
যত দেখি শুনি প্রভু! অনন্ত ভুবন।
তো'র লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন।।৩১।।
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে।।৩২।।
অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র।।৩৩।।
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার।
এত বলি' কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার।।৩৪।।

ধনুর্মখ,----ধনুর্যজ্ঞ; ১০ম স্কন্ধ ৪২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।১৬।।

শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি আন্তরিক স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতিভাজন জানিতেন। একদিন বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু বরাহের আবেশে মুরারির গৃহে গর্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন।১৯-২০।।

সহসা গৌরহরি মুরারির গৃহে ধাবমান হইয়া 'শূকর' 'শূকর' বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৌরসুন্দরের এইরূপ অপূর্ব গর্জন ও 'শূকর' 'শূকর' উক্তি মুরারি সহসা শ্রবণ করিয়া ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন না। বিষ্ণুগৃহে একটি বৃহজ্জলপাত্রে জল দেখিয়া দন্তদ্বারা সেই জলপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহরূপে গর্জন করিতে দেখিলেন। বরাহ দেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ভগবান্ গৌরসুন্দরের অবতারবিশেষ হওয়ায় তাঁহার নিজানুভূতিতে বরাহ-লীলার প্রাকট্য-সাধন তদনুরূপ বিচারসম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোনও মায়াবাদী এরূপ মনে না করেন যে, মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সকলেই ভগবদ্‌বস্তুর অনুকরণে এইরূপ ঈশ্বরভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। যাহারা এরূপভাবে প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুজ্ঞানে বঞ্চিত হইল, সেই-সকল কপট নারকিসম্প্রদায়কে অনাদর করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ এরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মূঢ়তা সম্পাদন করিলেন। নিত্য ভগবদ্‌বিমুখ পাষণ্ডিগণ ভগবচ্চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া এই সকল ভাবের অনুকরণপূর্বক যেরূপ ভ্রমপথে পতিত হয় এবং জগতে জঞ্জাল আনিয়া কতকগুলি কপট ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্তাবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, সেইরূপ ঐ সকল ভগবদ্‌বিদ্বেষীর যোগ্য-ভূমিকা নরক-যন্ত্রণা তাহাদিগকে অনন্তকাল ক্লেশ দিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দর নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে দেন নাই। অনন্ত নরকলাভের যোগ্য ঘৃণিত মায়াবদ্ধ জীব, যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি প্রভুকে জীবজ্ঞানে আত্মসদৃশ মনে করিয়া নিজের বঞ্চিত প্রিয় জনগণের দ্বারা এই প্রকারে স্তবসংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বঞ্চক ও বঞ্চিত, উভয়েই মনুষ্য-নামের যোগ্যতা হারাইয়া বিড়্‌ভোজী বরাহের চতুষ্পদত্বের অভাবে দ্বিপাদ-পশুরূপে পরিণত হয়। এইরূপ দ্বিপাদ পশু বাহিরের দিকে কোনদিনই চতুষ্পদ দেখাইতে পারে না। তাহাদের জন্মান্তরে ঐপ্রকার বিষ্ঠাভোজি-চতুষ্পদত্ব-লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় বরাহঅবতারের চতুষ্পদ প্রদর্শন করিয়াছেন, আর তদনুকরণে ক্ষুদ্রজীব, যে যাহা নহে সে সেরূপ অভিনয় করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।।২১-২৪।।

ভগবানের বরাহ-মূর্তি ও তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুরারি গুপ্ত ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন,----'আমি তোমার অনুরূপ স্তব করিতে অসমর্থ, তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ।' মুরারি স্তব করিতে ইতস্ততঃ করিলে, বিশেষতঃ ভীষণ বরাহমূর্তি দেখিয়া শঙ্কিত হওয়ায় প্রভু বলিয়াছিলেন যে, তোমার ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এতদিন জানিতে পার নাই, আমি কে? প্রকৃতপ্রস্তাবে আমিই বিষ্ণুর অবতারসমূহের একমাত্র মালিক। ভগবানের এই সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত হইলে জগতের সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহার এই

গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর।।৩৫।।

প্রভুর নির্বিশেষ-মতবাদ-খণ্ডন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন।।৩৬।।
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।।৩৭।।
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ নাম মানে।
সর্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে।।৩৮।।
সর্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র।।৩৯।।
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?৪০।।
শুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর।।৪১।।
আমি যজ্ঞবরাহ—সকলবেদসার।
আমি সে করিনু পূর্বে পৃথিবী উদ্ধার।।৪২।।

প্রভুর নিকট সেবকের দ্রোহ অসহনীয়—

সংকীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার।।৪৩।।
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ।।৪৪।।

সকল লীলা পার্যদ ভক্তগণেরই দৃষ্টিপথে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ সকলেই এই সকল কথায় তাঁহার কৃষ্ণত্ব ও অবতারিত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অস্মদ্দৃশ অধস্তনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার লীলা-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেবোন্মুখ বৈষ্ণব সেব্যবস্তুর কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন। জড়ভোগপর কবি, সাহিত্যিক, লেখক,—ইহারা কোন প্রকারেই ভগবানের চরিত্র যথাযথ বর্ণন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। জড় দার্শনিকগণের ত্রিগুণান্তর্গত আধ্যক্ষিক বিচার কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের লোকাতীত বিষ্ণু-বিক্রমসমূহ বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা স্বাভাবিক অপরাধ-বশে সেবা-বিমুখ বলিয়া সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গাভাবে স্ব-স্ব দম্ভ ও মূঢ়তা প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে অপরাধমাত্র লাভ করিবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান্ সেবা-পরায়ণ ভক্তগণ ভগবানের লোকাতীত বিক্রম অবগত হইয়া মায়িক বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ। অপরাধ-ক্রমে তাহাদিগের বিচার-প্রণালীতে অধোক্ষজ-শব্দের অর্থ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় না। তাহারা অধোক্ষজ শ্রীচৈতন্যদেবকে অচিদ্‌বিলাস-বিশিষ্ট বদ্ধজীববিশেষ বলিয়া মনে করে, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া বসে এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি অসূয়া-প্রদর্শনের নিমিত্ত মতভেদ উপস্থাপিত করে।।২৭।।

মুরারি বলিলেন,—এইরূপ সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডসমূহ অসংখ্য এবং গুরুভারবিশিষ্ট। যে স্তাবক স্বীয় সহস্রজিহ্বাদ্বারা তোমার স্তব করেন এবং তাদৃশ স্তবদ্বারা তোমাকে সম্যক্ রূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না, সেই সহস্রবক্ত্র অনন্তদেবের একটিমাত্র ফণারূপ শীর্ষভাগ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে, সুতরাং অনন্তদেবকে অতিক্রম করিয়া তোমার সুষ্ঠুভাবে স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে।।২৮-২৯।।

সংসারের সকল লোক বেদের অনুগত হইয়া সামাজিক ভাবে জগতে বাস করে। তাদৃশ বেদও তোমার সকল তত্ত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ।।৩০।।

ভুবনের সংখ্যা—অনন্ত, সেই অসংখ্য ভুবনসমূহ তোমার লোমকূপে অবস্থান করে।।৩১।।

হে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর! তুমি যখন যে লীলা প্রকাশ কর, সেই সকল লীলার কথা সীমাবিশিষ্ট বেদ কি প্রকারে অবগত হইবে? আধ্যক্ষিকজ্ঞান-সম্পন্ন ত্রিগুণবদ্ধ জীবকূলের দৃশ্যের অন্যতম বেদসকল অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবর্ণনে অসমর্থ। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নিপুণ জনগণ স্ব-স্ব-আধ্যক্ষিক চেষ্টায় যে সকল প্রয়াস করেন, তাঁহাদের জন্য বেদশাস্ত্র ভক্তজনের প্রাপ্য বাস্তব সত্য প্রদান করেন না।।৩২।।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।" (ভাঃ ২।৯।৩১)। সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের দেবাধিষ্ঠানে অবস্থিত থাকা কালেও ভগবানের শক্তি-সমূহের পরিচয়ে অনভিজ্ঞতা দূরীভূত হয় না। ভগবান্ যাহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহারাই এই সকল কথা জানিতে পারে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।"৩৩।।

পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া।।৪৫।।
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার।।৪৬।।
হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রের ধর্ম কহিলুঁ সকল।।৪৭।।
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন।।৪৮।।

শ্রুতিসকল আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-সম্পন্ন মুমুক্ষুগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি তাহাদের নিকট প্রকাশিত করেন। আধ্যক্ষিক মায়াবাদী অধিরোহবাদ অবলম্বনপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করে বলিয়া বেদশাস্ত্র তাহাদের নিকট অনুকূলভাবে পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশ বেদের মোহনশক্তির প্রতি ভগবানের ক্রোধ 'জীবে দয়া'রই প্রকৃষ্ট উদাহরণ; প্রকৃত-প্রস্তাবে যে বেদশাস্ত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত, তাহার প্রতি প্রভুর ক্রোধের কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল নির্বিশেষপর বেদপাঠিগণের অমঙ্গলের প্রতিই তাঁহার ক্রোধ।।৩৫।।

নির্বিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের নিত্য শ্রীমূর্তি বুঝিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত হস্ত-পদ-মুখাদি আরোপ করিয়া ভগবদ্বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই প্রভৃতি বিচার করেন। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের জড়হস্ত-পদ-মুখের বিনিময়ে চিন্ময় হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি আছে। 'অপাণি-পাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' (শ্বেঃ ৩।১৯)-ইত্যাদি শ্রুতি তাহা তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন। যে-সকল লোক বেদের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিড়ম্বিত হয়, তাহাদিগের প্রতি করুণা-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরহরি তাদৃশ দর্শনে দৃষ্ট বেদের আদর করিতে পারেন নাই।।৩৬।।

'প্রকাশানন্দ'-নামক একজন কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপকযতি বেদের ব্যাখ্যাকালে আমার অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গসমূহকে বিখণ্ডিত করে। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা-বশে কাবেরী-প্রবাসী ব্যঙ্কটভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। ভক্তমাল-নামক সহজিয়া-গ্রন্থাভ্যন্তরে এইপ্রকার ভ্রম-দোষ প্রবেশ করায়, অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম-দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।।৩৭।।

প্রকাশানন্দ উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে বটে, কিন্তু ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহে নিত্যাধিষ্ঠান স্বীকার করে না, তজ্জন্য অপরাধী হওয়ায় তাহার শরীরের সর্বত্র কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। তথাপি তাহার জ্ঞানোদয় হয় না।।৩৮।।

আমি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু আমার চিন্ময় অঙ্গে কোনপ্রকার অপবিত্রতা বা দোষারোপ সম্ভবপর নয়। আমার চরিত্র ব্রহ্মা শিবাদির গানের বিষয়।

সকলযজ্ঞময় অঙ্গ—"ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ" (ভাঃ ২।৭।১) এবং ভাঃ ৩।১৩।৩২-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৩৯।।

ভগবদঙ্গ নিত্য, তাহাতে কোন প্রকার অনুপাদেয়তা অবরতা, হেয়তা, খণ্ডিতাবস্থা প্রভৃতি আরোপিত হইতে পারে না। এবম্প্রকার পরমপাবনকারী ভগবদঙ্গস্পর্শে যেসকল বস্তুর স্বল্প-পবিত্রতা আছে, তাহারাও প্রচুর-পরিমাণে পবিত্র হয়। সুতরাং তাদৃশ নিত্য-শরীরকে কোন্ সাহসে 'অনিত্য' বলিয়া স্থাপন করে, বুঝা যায় না।।৪০।।

আমি যজ্ঞবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া বেদহীন পৃথিবীকে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানরূপ-জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি সকল বেদের সারবস্তু।।৪২।।

আমি সংকীর্তনারম্ভের পূর্বে সাধারণ কর্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণ-বটু বলিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্কীর্তনপ্রচারমুখে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছি,—ইহা সকল লোককে জানাইয়া দিয়াছি। আমার এখানে অবতরণ করিবার কারণ এই যে, ভক্তিবিদ্বেষী অসুরগণ ভক্তগণকে তাহাদিগের পারমার্থিক-উন্নতির ব্যাঘাত-কল্পে নানাপ্রকার উপদ্রুত করে। তহাদের সেইসকল বাধাবিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি ভক্তদ্বেষীগণকে ধ্বংস করিব।।৪৩।।

আমি আমার ভক্তবিদ্বেষীর আচরণ আদৌ সহ্য করিতে পারি না। যদি আমার কোন পুত্রেও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে তাহা হইলে সেই প্রিয় পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি আমি ভগবদ্ভক্তের জন্য আমার নিজ-পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি—এই সত্য কথা আমি প্রকৃত প্রস্তাবেই তোমার নিকট বলিতেছি,—ইহা আমার অতিশয়োক্তি নহে।।৪৪-৪৫।।

দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট-সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ।।৪৯।।
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে।।৫০।।
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে।।''৫১।।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন।।৫২।।
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময়।।৫৩।।
এই মত সর্ব-সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে।।৫৪।।
চিনিয়া সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার।।৫৫।।
পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে।।৫৬।।
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্তন।।৫৭।।
মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র।।৫৮।।

নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান—

নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ—অনন্ত ঈশ্বর।।৫৯।।
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম কিছু কহি তান।।৬০।।
রাঢ়দেশে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্।।৬১।।
'মৌড়েশ্বর'-নামে দেব আছে কত দূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে।।৬২।।
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত।।৬৩।।
তাঁর পত্নী-পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরমা বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা।।৬৪।।
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।।৬৫।।
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব-সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায়।।৬৬।।
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর।।৬৭।।

আমি যে সময়ে জলমগ্না ধরণীকে উত্তোলন করিয়াছিলাম, তৎকালে তাহার সহিত আমার সংস্পর্শে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। ভাঃ ১০।৫৮।৩৮ শ্লোকের শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনে পৃথিবীর উক্তি----''যদাহমুধৃতা নাথ, ত্বয়া শূকরমূর্তিনা। তৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত।।''৪৬।।

সেই সংস্পর্শে আমার নরক'-নামে একটী মহাবলশালী পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলাম।।৪৭।।

আমার সদুপদেশ-লাভে তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য পবিত্র থাকিলেও কালক্রমে বাণ রাজার দুষ্ট-সংসর্গে ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছিল।।৪৯।।

আমি কোনপ্রকারেই আমার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি মৎসর ব্যক্তিগণের ঈর্ষা বা দ্বেষ সহ্য করিতে পারি না। তজ্জন্য ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমার নিজ পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম।।৫০।।

ভক্তরক্ষাকারী যজ্ঞবরাহের জয় হউক এবং মুরারির সহিত গৌরচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ জয় হউক।।৫৩।।

যখন শ্রীগৌরহরি সকলের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎকালে সকলেই জড়ের নানা প্রকার অসুবিধা পরিহার করিয়া চিন্ময়-আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল ভক্ত সর্বক্ষণ হাটে-ঘাটে সকলস্থানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগান করিয়া পাষণ্ডিগণের কল্পিত রাজভয়ে ভীত হন নাই।।৫৬।।

শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্বক্ষণ কীর্তন-রঙ্গে নিত্যানন্দ ব্যতীত আর সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন দেখিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-বিরহে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।।৫৮।।

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়।।৬৮।।
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ।।৬৯।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে', ততোঽধিক পিতা।।৭০।।
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া।।৭১।।
কিবা কৃষিকর্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম করে।।৭২।।
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়।।৭৩।।
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে।।৭৪।।
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব ঠাঞি।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই।।৭৫।।
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম পালি' আছে পিতা-সনে।।৭৬।।

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভিক্ষা—

দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর।।৭৭।।
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞা।।৭৮।।
সর্বরাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে।।৭৯।।
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা ঊষাকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বলে।।৮০।।

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের অভাবে তাঁহাকে সর্বক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অনন্তবাসুদেব ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া জানিতেন।।৫৯।।

ভগবান্ নিত্যানন্দ গঙ্গার পশ্চিমাংশ রাঢ়দেশে একচক্রানামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই অনতিদূরে মৌড়েশ্বর (মতান্তরে ময়ূরেশ্বর) নামক একটী শিবলিঙ্গ বিরাজমান। প্রভু নিত্যানন্দ কোন সময়ে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।।৬২।।

সেই একচক্রা গ্রামে হাড়াইপণ্ডিত-নামে একজন উদারচরিত্র, বিষয়-বিরক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতাপত্নী জগন্মাতা পদ্মাবতী দেবী। তিনি বিষ্ণুর প্রবলা শক্তিধারিণী ছিলেন। ইঁহাদের কতিপয় পুত্রের মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।।৬৩-৬৬।।

প্রভু নিত্যানন্দ সাধারণ কর্মফলাভিলাষী মায়াবদ্ধজীবের ন্যায় মাতাপিতার স্নেহে আবদ্ধ না থাকায় জীবগণের মঙ্গলের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিতে মানস করিলেও পরমবৎসল মাতাপিতা তাঁহাকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িয়া দেন না। এজন্য নিত্যানন্দপ্রভু বিষণ্ণ হইলেন। মাতাপিতা অল্প সময়ের জন্যও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত হইতে অভিলাষ না করায় সর্বদাই উভয়ে তাঁহার নিকট থাকিতেন। তাঁহারা গৃহ-কর্মে, কৃষি-কার্যে ও পৌরহিত্য-কার্যে, ভ্রমণকালে, দ্রব্যাদি আহরণ-কালে সর্বদাই 'পুত্র গৃহত্যাগ করিবেন'----আশঙ্কায় সর্বক্ষণ পশ্চাদ্‌ভাগে অনুসরণকারী পুত্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেন।।৬৯-৭৩।।

পিতা সর্বত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করেন এবং পুত্র-বাৎসল্যে সর্বক্ষণ তাঁহাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখেন। যেরূপ শরীর ও প্রাণ একত্র সমাবিষ্ট থাকিয়া একেরই পরিচয় দিয়া থাকে, তদ্রূপ নিত্যানন্দের পিতা হাড়াইপণ্ডিত শরীরসদৃশ ও তাঁহার পুত্র শরীরের সহিত সংবদ্ধ প্রাণের ন্যায় অবস্থিত হইলেন।।৭৪-৭৫।।

নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার এইসকল সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় ছিল। পিতার সহিত পিতৃসুখ-সম্বর্ধনার্থ সেইরূপভাবে পিতৃসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।।৭৬।।

হাড়াইপণ্ডিত পরমানন্দিত হইয়া অভ্যাগত একটি সুন্দর সন্ন্যাসীকে তাহার নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসিগণের স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চসূনা-যজ্ঞে অধিকার না থাকায় তাঁহারা ব্রহ্মাণ-গৃহেই ভোজনাদি নির্বাহ করেন। তুর্যাশ্রমস্থিত যতিগণের ভোজনাদি বিষয়ে নিষ্কপট সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য।।৭৮।।

ন্যাসী বলে, "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার"।
নিত্যানন্দ-পিতা বলে, "যে ইচ্ছা তোমার"।।৮১।।
ন্যাসী বলে, "করিবাঙ তীর্থ পর্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ।।৮২।।
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি' দেহ' সংহতি আমার।।৮৩।।
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে।।"৮৪।।
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর।।৮৫।।
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্বনাশ হয়' হেন বাসি।।৮৬।।
ভিক্ষুকেরে পূর্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল।।৮৭।।
রামচন্দ্র পুত্র–দশরথের জীবন।
পূর্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন।।৮৮।।
যদ্যপিহ রাম-বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে।।৮৯।।
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ-ধর্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর' মোরে।।"৯০।।
দৈবে সে-ই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি?
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি?৯১।।
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্বে কহিলেন সব বিবরণে।।৯২।।
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা।।"৯৩।।

সন্ন্যাসীকে পুত্র দানে
ওঝার অবস্থা—

আইলা সন্ন্যাসীস্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোয়াইয়া মাথা।।৯৪।।
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর।।৯৫।।

সন্ন্যাসীকে ভোজনাদি করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে নিশার সকল সময় অতিবাহিত করিলেন।।৭৯।।

সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থের গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের স্নেহে আবদ্ধ হন না। এজন্য পরদিন প্রত্যুষে যখন সন্ন্যাসী পণ্ডিতের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছেন, তখন তিনি হাড়াই-পণ্ডিতকে কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন।।৮০।।

বৈষ্ণব-যতি বলিলেন,----আমার একটি প্রার্থনা আছে। তদুত্তরে হাড়াইপণ্ডিত তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইবার অনুমতি দিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,----আমি সম্প্রতি তীর্থ-পর্যটনে ব্যস্ত আছি। অগ্নিপ্রজ্বলিত করিয়া রন্ধনাদি-কার্য যতির ধর্ম নহে বলিয়া এবং সর্বত্র ব্রাহ্মণের অভাব থাকা হেতু ভোজন-সময়ে ভোজ্যের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন আমার একটি ব্রাহ্মণ-সহচরের আবশ্যকতা আছে। কিছুদিনের জন্য তোমার এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমার সহিত দিলে, আমি উহাকে আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিব, আর তোমার পুত্রেরও নানা-তীর্থ-পর্যটনরূপ শিক্ষালাভ ঘটিবে।।৮১-৮৪।।

সংহতি,----সহিত, সঙ্গে।।৮২।।

বৈষ্ণব-ন্যাসীর হৃদয়বিদারিণী কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,----'আমি শরীরমাত্র, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আমার প্রাণ, সুতরাং সন্ন্যাসী এই প্রাণটি অপহরণ করিয়া আমার শরীরমাত্র এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবেন। যদি আমি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করি তাহা হইলেও বিষম বিপদ'।।৮৬।।

পূর্বে পূর্বে ইহিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপুরুষগণ ভিক্ষুকের সমীপে নিজ-মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত বিতরণ করিয়াছেন।।৮৭।।

বিশ্বামিত্রের আবেদনে রাজা দশরথ প্রাণসম পুত্রকে তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন,----এ-কথা প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়। রামের বিরহে দশরথের প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন ছিল, এরূপ ক্ষেত্রেও রাজা দশরথ প্রাণসম পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন।।৮৮-৮৯।।

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস জড়াসক্তি নহে—

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্ছিত।।৯৬।।
সে বিলাপ ক্রন্দন করিব কোন্ জনে?
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে।।৯৭।।
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইল বিহ্বল।
লোকে বলে ''হাড়ো ওঝা হইল পাগল।।''৯৮।।
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন।।৯৯।।
প্রভু কেনে ছাড়ে, যা'র হেন অনুরাগ?
বিষ্ণুবৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব।।১০০।।

জীব-উদ্ধার-কারণে মাতাপিতা ত্যাগ অসঙ্গত নহে—

স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া।।১০১।।
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ।।১০২।।
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি।।১০৩।।

পরমার্থে ত্যাগের তাৎপর্যজ্ঞ খুব বিরল—

পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে।।১০৪।।
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে।।১০৫।।
যেন পিতা—হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে।।১০৬।।

নিত্যানন্দপ্রভুর গৃহত্যাগ ও তীর্থ ভ্রমণ—

হেন মতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায়।।১০৭।।

কৃষ্ণ! আমার এই বিষম বিপদে, দশরথের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার দোদুল্যমান চিন্তাস্রোত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি দৈবক্রমে সেই দশরথ এবং আমার পুত্র রাম। নতুবা আমার পুত্রের এইরূপ বিচার হইবে কেন? যদি তাহাই না হইবে, তবে ঐ পুত্রের এরূপ বিরাগভাবের লক্ষণ কেন দেখা দিবে?৯০-৯১।।

ভক্তিমান্ হাড়ো উপাধ্যায় পুত্র দান করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া লোক-নয়নে জড়সদৃশ পরিলক্ষিত হইলেন। সাধারণ মনুষ্য যেরূপ অন্নপানাদি গ্রহণ করে, হাড়াই পণ্ডিত সেইরূপ অন্নাদি-বিরহিত হইয়া তিনমাস-কাল কাটাইয়া দিলেন। তথাপি তাঁহার সাধারণের ন্যায় শরীরের পতন হইল না। জীবন থাকিল বটে, কিন্তু নির্জীবতাই অবশিষ্ট রহিল।।৯৮-৯৯।।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবান্ নিত্যানন্দ কি প্রকারে ভক্তবৎসল হইয়া পিতার এবম্প্রকার অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলেন? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বিষ্ণু বৈষ্ণবের শক্তির তুলনা হয় না। তাঁহাদের শক্তি মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমিত হইবার অযোগ্য।।১০০।।

যেরূপ কপিলদেবের পিতা স্বধাম গমন করিলে জননী দেবহূতি কাতরা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যেরূপ শুকদেব স্বীয় জনক মহাত্মা ব্যাসকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পুনঃ পুনঃ আহ্বান-সত্ত্বেও ফিরিয়া না চাহিয়া নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ শচীনন্দন সহায়রহিতা জননীকে একাকিনী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষতার উদ্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছিলেন সেইরূপ জীবোদ্ধার-কল্পে মূলসঙ্কর্ষণ অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজানুভব চিন্ময় আনন্দে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে পরমার্থোদ্দেশে এই ত্যাগের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহসা বুঝিতে পারে না। পরমার্থের প্রয়োজনীয়তা সর্বোপরি জীবের নিত্যা বৃত্তি----কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহার তুলনায় ত্যাগাদি কঠোর ভাবসমূহে গুরুত্ব-উৎপাদন করিতে অসমর্থ। যাঁহারা পরমার্থে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এতাদৃশ বৎসল মাতাপিতার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিশেষ কারণ-মূলে চলিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। রামচন্দ্রের বনবাসে পিতার পুত্র-বিরহ জন্য বিলাপ, এমন কি যবন-হৃদয়কেও অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে সমর্থ হয়। অতি-কঠিন সংসার-প্রমত্ত জনগণেরও এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয় অলৌকিক রস সিক্ত হয়।।১০১-১০৭।।

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি।।১০৮।।
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয়।।১০৯।।
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেণ নির্জন-বনে পরম-নির্ভয়।।১১০।।
গোমতী, গণ্ডকী গেলা সরযূ, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্যে বুলেন বিহরি'।।১১১।।
ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা-নগরী।।১১২।।
রেবা, মাহিষ্মতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার।
যঁহি পূর্বে অবতার হইল গঙ্গার।।১১৩।।
এই মত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায়।।১১৪।।
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি' পূর্ব-জন্মস্থান।।১১৫।।
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে।।১১৬।।
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি' যায়।।১১৭।।
কেহ নাহি বুঝে তা'ন চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার।।১১৮।।
কদাচিৎ কোন দিন করে দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান।।১১৯।।
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।।১২০।।
নিরন্তর সংকীর্তন—পরম-আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ।।১২১।।
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি' করে বৃন্দাবনে বাস।।১২২।।

নবদ্বীপে আগমন ও নন্দন আচার্যের গৃহে অবস্থান—

জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্যের ঘরে।।১২৩।।
নন্দন-আচার্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্যসম।।১২৪।।

নির্ভরে,----পরিপূর্ণভাবে, অতিশয়রূপে।

নির্ভয়ে ....যবনে,----যবনেও তাহা শুনিলে নির্ভরে অর্থাৎ অতিশয়রূপে ক্রন্দন করে।।১০৬।।

স্বানুভাবানন্দে,----নিজানুভব চিন্ময় আনন্দে।।১০৭।।

আদিখণ্ড ৯ম অধ্যায়ে তীর্থপর্যটন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।।১০৮-১৪।।

বৌদ্ধালয়,----কপিলবাস্তু, বুদ্ধ-গয়া, সারনাথ ও কাশী নগর।।১০৯।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে ধূলায় গড়াগড়ি প্রভৃতি লীলাসমূহ কেহই বুঝিতে পারে না। শরীরপুষ্টির জন্য সকলেরই আহার্য সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল পরিহার করিয়া স্বরূপের বৃত্তি উন্মেষিত হইলে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবা-রস ব্যতীত অন্য কিছুই সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। নিত্যানন্দপ্রভু অযাচিতভাবে কোন কোন দিন দুগ্ধপান মাত্র করিয়া শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন।।১১৭-১১৯।।

প্রভু নিত্যানন্দ যে-কালে শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে মহাপ্রভু গৌরসুন্দর নবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।।১২০।।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে পরমানন্দে যে-কালে সর্বক্ষণ সঙ্কীর্তন-প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, সেইকালে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর অনাগমনে দুঃখিত হইয়াছিলেন।।১২১।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই বৃন্দাবনে তৎকালাবধি বাস করিয়াছিলেন।

যে অবধি লাগি',----যে প্রকাশকালের অপেক্ষা করিয়া।।১২২।।

মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর।।১২৫।।
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম।।১২৬।।
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার।।১২৭।।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগতজীবন হাস্য সুন্দর অধর।।১২৮।।
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি।।১২৯।।
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ।।১৩০।।

ঝাট,—শীঘ্র। নন্দনাচার্য—চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৯ ও চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭শ অঃ দ্রষ্টব্য।।১২৩।।

মহাভাগবতোত্তম,—সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তমাধিকারীই ভগবদ্ভক্ত। "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।। অর্থাৎ যিনি দৃশ্য জগতের ভোগ্যবস্তু দর্শন না করিয়া অন্তর্ভাবময়-ভগবৎসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, দেহদেহি-ভেদ-রহিত বৈকুণ্ঠবস্তু দর্শন করেন, যাঁহার দর্শনে জড়প্রতীতি-জন্য ভোক্তৃভাবের উদয় হয় না, সর্বক্ষণ সেবানিরত হইয়া জ্ঞেয়বস্তু ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, সকল ভূত ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইয়া ভগবানে অবস্থিত দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা হয়। এতাদৃশ মুক্তপুরুষগণের অগ্রণী-সূত্রে মহাভাগবতোত্তম শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভগবৎসেবকগণের মূল আকর-বস্তু। তিনি পরমদীপ্তিবিশিষ্ট ও চিদালোকের আধার। তাঁহা হইতেই নিঃসৃত আলোকরাশি বিকীরিত হইয়া জীবমাত্রের স্বরূপ উদ্বোধন করে। তদাশ্রিত জনগণও তাদৃশ জ্যোতির্ময় হইতে পারেন। জড়প্রতীতিতে চিদালোকের অভাব, চিন্ময় ভাবের অনুভূতি ব্যতীত জীবের স্বরূপ বোধের মলিনতা দূর হয় না। তাঁহা হইতে নিঃসৃত অজ্ঞান-তমো-বিনাশকারী চিদালোক কোন প্রকারে কাহারও চিত্ত-গুহায় প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহার অজ্ঞানতমো নাশ করে।।১২৪।।

যাঁহারা সন্ন্যাস-বিধিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বাহ্য সন্ন্যাসের প্রতি যাঁহাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আসিয়াছে, তাঁহাদেরই 'অবধূত'-সংজ্ঞা। অবধূতগণের বাহ্য চিহ্নে অনাদর দেখিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হন। বিবিৎসা-প্রদর্শনকারি-সন্যাসী সিদ্ধিলাভ করিলেই বিদ্বৎসন্ন্যাসী বা অবধূতনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাদৃশ অবধূতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার গাম্ভীর্য, অতিশয় ধৈর্য নন্দনাচার্য দর্শন করিলেন।।১২৫।।

সেই নিত্যানন্দ অনুক্ষণ কৃষ্ণনামোচ্চারণে ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দের আধারে এই ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়-রহিত আলোক। তিনি বদ্ধজীবগণের জড়ভোগরূপ ভোক্তৃ-অভিমান, যাহা 'তমঃ'-শব্দ-বাচ্য, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য প্রবল মার্তণ্ড। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যদেবের দশ প্রকার সেবকলীলাভিনয়ে সিদ্ধ-হস্ত। তাঁহার সহিত তুলনা অন্য কোন বস্তুতে হইতে পারে না। জীবজগতের সহিত ভগবৎ-প্রকাশের মেরুদণ্ড-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ।।১২৬।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মধ্যে মধ্যে আনন্দপ্রকাশক হুঙ্কার ধ্বনিতে নিজ পরিচয় প্রদান করিবার জন্য জগতে লীলা করেন। তিনি সর্বক্ষণ ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রেম-প্রদানলীলার সহায়তা করিবার জন্য সর্বতোভাবে উন্মত্ত। ব্রজে শ্রীবলদেবপ্রভু যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা কার্যে সর্বতোভাবে নিযুক্ত, গৌড়দেশেও চৈতন্য-বিহার-ভূমিকায় নিত্যানন্দের প্রেমোন্মত্ত ভাব ও আনন্দোচ্ছ্বস সেইরূপ সকলজীবের হৃদয়ের মলিনতা নীরাজিত করিবার জন্য কর্ণকুহরের সাহায্যে চিত্ত অধিকার করিয়া থাকেন। 'নিজানন্দ' বলিলে কাহারও যেন এরূপ ভ্রম না হয় যে, আমাদিগের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ আমাদেরই ন্যায় লঘু-জাতীয় মায়াবদ্ধ জীববিশেষ। এই 'নিজ'-শব্দের অর্থ—ভগবদ্বোধক। অচিদ্বিলাসপর বিচারে বদ্ধ-জীবের আনন্দ সর্বদা বাধাপ্রাপ্ত এবং আনন্দাধার ও আনন্দের মধ্যে ব্যবধান বর্তমান। নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং মহাবিষ্ণুতত্ত্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলিয়া তাঁহাতে প্রাপঞ্চিক দেহ-দেহি-বিচার আনয়ন করিলে 'নিজানন্দ'-শব্দের যথার্থ উপলব্ধি করাইতে ব্যাঘাত ঘটাইবে।।১২৭।।

জগতজীবন হাস্য....অধর,—জগতের প্রাণিমাত্রের জীবনীশক্তি-প্রদায়ক যাঁহার হাস্যশোভনীয় ওষ্ঠে বিরাজমান।।১২৮।।

মুকুতা.....সুভাতি,—যাঁহার দন্ত-শোভা হইতে নিঃসৃত কিরণ মুক্তার শোভাকেও পরাজয় করিয়াছে রক্তাভ বিস্তৃত নয়নদ্বয় মুখমণ্ডলের শোভা বিস্তার করিয়াছে।।১২৯।।

পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্মবন্ধ নাশ।।১৩১।।
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায়।।১৩২।।
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড।।১৩৩।।
বণিক্ অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁ'র।।১৩৪।।

তাঁহার হস্তদ্বয় জানুপর্যন্ত লম্বমান এবং বক্ষ পরমোন্নত। পদযুগল কাঠিন্য পরিহার করিয়া সুকোমল হইলেও গমন বিষয়ে বিশেষ সুনিপুণ।।১৩০।।

নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার আর জড়জগতে ভোগ্যদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। জীব কর্তৃত্বাভিমানে আপনাকে মায়িক বস্তুবিশেষ মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিলে জীবের জড়ভোগ পিপাসা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তির উদয় হয়। তিনি পরম-অনুকম্পাময়ী বাণীর দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধান করেন।।১৩১।।

তিনি সাক্ষাৎ বলদেবপ্রভু, সুতরাং তাঁহার মহিমা-বল অন্য কোন বস্তুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। যিনি গৌরসুন্দরের বিধির আনুগত্য প্রদর্শন-লীলা অতিক্রম করিয়া তাঁহার বৈধদণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার বলের সহিত অন্য কাহারও শক্তির তুলনা হইতে পারে না। গৌরসুন্দরের নির্দিষ্ট বিধি সকলেই পালন করিতে বাধ্য। তিনি চতুর্দশ ভুবনপতিরূপে স্বয়ং লোকাদর্শ হইয়া বিধিপালনের মর্যাদা দেখাইতেছেন। তৎকালে নিত্যানন্দপ্রভু তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার বিধিপালনপরা আদর্শ-লীলা পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। অন্ত্য ২য় পঃ দ্রষ্টব্য।।১৩৩।।

নিত্য-কৃষ্ণদাস প্রপঞ্চে বর্ণধর্মে অবস্থিত হইয়া তৃতীয়স্তরে বিনিময়-বৃত্তিতে অবস্থান করেন। এতাদৃশ সামাজিকগণ বৈশ্য বা বণিক্-শব্দে কথিত হন। তাদৃশ বণিক্গণ তাঁহাদের বৃত্তি-পরিচালনা করিতে গিয়া কুসীদগ্রহণ, গোরক্ষণ, ভূমিকর্ষণ ও পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদিতে কাল অতিপাত করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতি কালে জীবের বণিক্বৃত্তিতেই রুচি হয় এবং তাদৃশী বাসনা ক্রমে তিনি বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য সমাজ বণিকের মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠী, আঢ্য, মহাজন প্রভৃতি মর্যাদা-সূচক উপাধিতে বরণ করেন। উঁহারাও ঐ সকল উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন। পণ্যদ্রব্যের মর্যাদাভেদে বণিকের শ্রেষ্ঠতা ও অবরতা নিরূপিত হয়। যাঁহারা মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় করেন তাঁহারাও বণিক, কিন্তু অপরাপর পণ্যদ্রব্যের তারতম্যানুসারে উহাকে গর্হিত দ্রব্যের ব্যবসায়ি-বিচার উক্ত ব্যবসায়িগণ অবর-বৈশ্য-সংজ্ঞায় কথিত হন। কনক প্রভৃতির অভিনিবেশে মানবের হরিসেবাপ্রবৃত্তিরূপ আত্মধর্ম বিজড়িত (লুপ্ত) হওয়ায় কনক-ব্যবসায়ী নিতান্ত নিন্দিত হইয়া অবর-বৈশ্য-নামে অভিহিত হন। এরূপ কুলজাত ও প্রাক্তন-সংস্কার-বিশিষ্ট বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকেও তাঁহাদের জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু আচার্যের পদবী প্রদান করিয়াছিলেন। বাহ্য পরিচয় তাৎকালিকমাত্র। সেই পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে এবং অপর জড়পরিচয়দ্বারা আবৃত না হইলে জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি মুক্ত হইয়া হরিসেবায় ব্রতী হন।

জগতের বিচারে কেহ বা উচ্চ, কেহ বা মধ্যম, কেহ বা অধম বলিয়া সংজ্ঞিত হন। অভিজ্ঞজনের বিচারে কেহ পণ্ডিত, কেহ অনভিজ্ঞ, কেহ বা মূর্খ-নামে অভিহিত হন। এই সকল বাহ্য পরিচয় আগন্তুকরূপে নিত্যকৃষ্ণদাসের বুদ্ধিকে আবরণ করিয়া জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করায় চেতনধর্মের বিলুপ্তিবশতঃ ভগবৎসেবারহিত সুপ্তচেতন আত্মা নিজের নিত্যপরিচয় বিস্মৃত হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় উপদেশদ্বারা জীবের জড়াভিনিবেশ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ বিধান করেন। তৎকালে জীব আধ্যক্ষিক দর্শন বিমুক্ত হইয়া পারমার্থিক রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যাহারা জড়বিচার-পর চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে, তাহাদের দর্শনে মুক্তপুরুষগণের বাহ্য-পরিচয় ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে। অপারকৃপাময় নিত্যানন্দ-প্রভু বণিক্বৃত্তিযুক্ত ও বণিক্বংশোদ্ভূতজনগণের এবং মূর্খ ও লোক-নিন্দিত জনগণের মহা উপকার সাধন করিতে গিয়া সকলকেই জাগতিক বিচার হইতে অবসর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর নাম শ্রবণ করিলে জগতের সকল লোকের পাপ-পবৃত্তি প্রশমিত হইয়া পবিত্রতার উদয় হয়। বণিক্, অধম, মূর্খ,—ইহারাও পবিত্র হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত হন। তখন তাঁহাদের পবিত্রতার প্রতি কেহই সন্দিগ্ধ হইতে পারেন না। অন্ত্য ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য।।১৩৪।।

পাইয়া নন্দনাচার্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া।।১৩৫।।
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে, তারে মিলে প্রেমধন।।১৩৬।।
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর।।১৩৭।।
পূর্ব-ব্যপদেশে সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্ম নাহি জানে।।১৩৮।।
"আরে ভাই, দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন্ মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে।।"১৩৯।।
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ।।১৪০।।

প্রভুর নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন—

সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে।।১৪১।।
তাল-ধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার।।১৪২।।
তা'র মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির।।১৪৩।।
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে।।১৪৪।।
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধরভাব হেন বুঝি যে চরিত্র।।১৪৫।।
'এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়?'
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কয়।।১৪৬।।
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড।।১৪৭।।
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি, 'কোন্ মহাজন তুমি?'১৪৮।।
হাসিয়া আমারে বলে,—'এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়'।।১৪৯।।
হরিষ বাড়িল শুনি' তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই-সম।।"১৫০।।

নিত্যানন্দের নবদ্বীপে শুভাগমন-প্রসঙ্গ যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলায় অভিজ্ঞ হইয়া কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করেন।।১৩৬।।

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের আগমনের পূর্বে সকল বৈষ্ণবের নিকট ইঙ্গিতে কোন মহাপুরুষের আগমন-বার্তা জানাইয়াছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণব শ্রোতৃগণ শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত বাক্যের মর্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।।১৩৮।।

গৌরসুন্দর স্বপ্নদর্শনের কথা বলিবার ছলে কহিলেন যে, শ্রীবলদেবপ্রভুর তালধ্বজ রথ আমার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ঐ তালধ্বজ রথ সংসারের অসারতা হইতে গমনশীল হইয়া সার-প্রদানে নিযুক্ত। সংসারে সকলই অনিত্য, কিন্তু বলদেবের তালধ্বজ-রথের আকর্ষণকারিগণ সংসারের সার বস্তুর আকর্ষণেই সমর্থ। তালধ্বজ রথের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা উন্নত, যেরূপ তালবৃক্ষ অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা স্বীয় উন্নত শীর্ষ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ জীব-জগতের মনোরথসমূহ তালবৃক্ষের নিকট তারতম্য বিচারে নিতান্ত খর্বাকৃতি। শ্রীবলদেবপ্রভুর রথশীর্ষে যে তালবৃক্ষ ছিল, তাহা ফল-সহিত সুশোভিত।।১৪২।।

সেই তালধ্বজ-রথের অভ্যন্তরে এক বিশালকায় মহাপুরুষ; তাঁহার স্কন্ধে স্তম্ভ অর্থাৎ হল-মুষল। তিনি স্থৈর্যভাব অপসারিত করিয়া চাঞ্চল্যে প্রমত্ত।।১৪৩।।

বলদেবের ন্যায় নীল বসন উত্তমাঙ্গে ও অধমাঙ্গে বিরাজমান। বেত্র-নির্মিত একটী কমণ্ডলু বামহস্তে ধৃত।।১৪৪।।

বামকর্ণে একটী বিচিত্র শোভা-বিশিষ্ট স্বর্ণালঙ্কার। তাঁহার চরিত্র দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি বলদেবের ভাবে নিমগ্ন।।১৪৫।।

সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ বৃন্দাবন হইতে হিন্দি-ভাষা শিক্ষা করিয়া আমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া ১০।২০ বার স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,----এ-মোকাম নিমাইপণ্ডিতকো হ্যায় কিঁ ও নেই?'১৪৬।।

তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন,----'ম্যায় তেরা ভাই হুঁ। আগামীকল্য আমাদের পরস্পর পরিচয় হইবে।'।।১৪৯।।

কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধরভাবে প্রভু গর্জয়ে প্রচুর।।১৫১।।
''মদ আন' মদ আন'' বলি' প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে।।১৫২।।
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে,—''শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি।।১৫৩।।
তুমি যা'রে বিলাও, সেই সে তাহা পায়।''
কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি' চা'য়।।১৫৪।।
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
''অবশ্য ইহার কিছু আচয়ে কারণ।।''১৫৫।।
আর্যা তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সঙ্কর্ষণ।।১৫৬।।
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সবারে বাখানে রামমিত্র।।১৫৭।।
''হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা।।১৫৮।।
পূর্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা'-সবার স্থানে।
'কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে।।'১৫৯।।

নিত্যানন্দের সন্ধান—

চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত!
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত।।''১৬০।।
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব-নবদ্বীপ চাহি' বুলয়ে হরিষে।।১৬১।।
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন।
''এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ।।''১৬২।।
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়।।১৬৩।।
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া।।১৬৪।।
নিবেদিল আসি' দোঁহে প্রভুর চরণে।
''উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে।।১৬৫।।
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর-আদি—দেখিলুঁ সকল।।১৬৬।।
চাহিলাম সর্ব-নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিলুঁ প্রভু! গিয়া অন্য গ্রাম।।''১৬৭।।

মহাপ্রভু বলিলেন,----স্বপ্নদৃষ্ট-পুরুষের বাক্য শুনিয়া আনন্দবৃদ্ধি হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার অনুকরণে 'আমিই যেন তিনি'----এরূপ বিচার আসিল।।১৫০।।

প্রভু এইরূপ বর্ণন করিতে করিতে 'মদ্য আনয়ন কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রোতৃগণের কর্ণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।।১৫২।।

প্রভুর বলদেব-ভাবে এইরূপ তর্জন গর্জন শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন,----'তুমি পান করিবার জন্য যে আসব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না, তাহা একমাত্র তোমার নিকটেই আছে। তুমি যাহাকে সেইরূপ মদ্য বিতরণ কর, সেই তাহা পাইয়া থাকে।।১৫৩-১৫৪।।

আর্যা,----ছন্দোবিশেষ। যে সকল ছন্দে অক্ষরের সংখ্যাবিধি অতিক্রান্ত হয়, অথচ ছন্দাকার বলিয়া উহা গদ্য হইতে পার্থক্য প্রদর্শন করে, তাহাই 'আর্যা' বলিয়া খ্যাত।

তর্জা, ছন্দোবদ্ধ পদসমূহই চলিত ভাষায় মুখে মুখে রচিত গীত-বিশেষ।।১৫৬।।

কিছুক্ষণ পরে প্রভু স্বাস্থ্য-লাভ করিলে বলরামের সখা স্বপ্নের অর্থ সকলের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন। 'রামমিত্র'-শব্দে রামসেবক 'হনুমান্' উদ্দিষ্ট হইলে মুরারিগুপ্তই প্রভুর স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন।

স্বভাব-চরিত্র হইলা,----স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।।১৫৭।।

হরিদাসঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিত, উভয়েই মহাভাগবত। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি নবদ্বীপস্থ সকল পল্লীতেই পরমানন্দে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।।১৬১।।

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গূঢ়—

দোঁহার বচন শুনি' হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ'।।১৬৮।।
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি' উঠিয়া পলায়।।১৬৯।।
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর।।১৭০।।
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে' দেখিতে পারে।।১৭১।।
না বুঝি' যে নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ।।১৭২।।
সর্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে।।১৭৩।।

প্রভুর সঙ্গে সকলের নিত্যানন্দ-দর্শনে গমন—

ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া।।"১৭৪।।
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি' সবে করিলা গমন।।১৭৫।।
সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্যের ঘর।
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।।১৭৬।।
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন-যেন কোটিসূর্যসম।।১৭৭।।
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।।১৭৮।।
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার।।১৭৯।।

তাঁহারা উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে বলিলেন যে, উপাধিক অর্থাৎ বাহ্যচিহ্নযুক্ত কোন নূতন ব্যক্তিরই সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না। তাঁহারা প্রহরত্রয় যাবৎ নবদ্বীপের কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থাশ্রম----সকলস্থানই অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমন কি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডিগণের গৃহ দেখিতেও বাকী রাখেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র নবদ্বীপের বাহিরের গ্রামসমূহ অনুসন্ধান করেন নাই।।১৬৫-১৬৭।।

শ্রীগৌরলীলায় প্রচ্ছন্নভাবহেতু কৃষ্ণ-বলদেবকে সহসা কেহ চিনিয়া উঠিতে পারে না। নিত্যানন্দও পরমগোপনীয় প্রচ্ছন্ন বলদেববস্তু। মহাপ্রভু হরিদাস ও শ্রীবাসকে সহাস্যে শ্রীনিত্যানন্দের গুপ্ত রহস্য ভঙ্গীদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন।।১৬৮।।

যেরূপ ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তপূজায় অনেক উদাসীন হইয়া ভক্তের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং তৎফলে তাহাদের যমগৃহে দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ ঘটে, তদ্রূপ ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বলদেবপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধার অভাব প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের অপরাধ নিবন্ধন দুর্ভাগ্যের ফলস্বরূপ দণ্ডিত হইতে হয়।

শ্রীরুদ্রদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আচার্য ও বিষ্ণু-ভক্তির শিক্ষক, সুতরাং তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিলে জীবের কোন মঙ্গল হয় না। মহাদেব হইতে যেমন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের শিষ্যপারম্পর্যক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় জগতে শুদ্ধভক্তিধর্মের প্রচার হইয়াছে। "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।।"

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও কার্ষ্ণসমূহ----শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিচারে একই বস্তু। যাঁহারা পরস্পর বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিরোধ-বিচার করেন, তাঁহাদের কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।।১৬৯-১৭০।।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় সেবকগণই তৎকৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। মায়াবদ্ধ-জীবের শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রয় সম্ভব নহে; শ্রীচৈতন্যের কৃপারূপ চৈত্তগুরুর অনুকম্পায় নিত্যানন্দতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। সাধারণ চৈতন্যবিমুখ অনভিজ্ঞ জনগণ চৈতন্যভক্ত বলিয়া বৃথা গর্ব করিতে গিয়া অত্যন্ত নিগূঢ় নিত্যানন্দের লীলা বুঝিতে অসমর্থ হয়। যাহাদের চৈতন্যের উন্মেষ হয় নাই, তাহাদের পক্ষে অনুদঘাটিত নিত্যানন্দরহস্যময়ী লীলায় প্রবেশাধিকার নাই। অনভিজ্ঞ মূঢ়জন নিত্যানন্দের লীলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রদর্শন করে। তজ্জন্য যমদণ্ডিত হইয়া অশেষ ক্লেশই তাহাদের পরিণামে লক্ষিত হয়।।১৭১।।

তাঁহার অগাধজলধিসদৃশ গাম্ভীর্যযুক্ত চরিত্রে চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া যাহারা তাঁহার চরণাশ্রয়-লাভে বঞ্চিত হয় এবং তাঁহার পরমোচ্চ গৌরকৃষ্ণ-সেবার কথা বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে, তাহারা নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সাংসারিক প্রভুত্বে নিজের সর্বনাশ সাধন করে।।১৭২।।

সম্ভ্রমে রহিলা সর্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া।।১৮০।।
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর।।১৮১।।

কেদার-রাগ—

বিশম্ভর-মূর্তি যেন মদনসমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান।।১৮২।।
কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে।।১৮৩।।
মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ রায়।
ভকত-জন-সঙ্গে নগরে বেড়ায়।। ধ্রু।। ১৮৪।।
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশবন্ধন দেখি' না রহে গেয়ান।।১৮৫।।
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান।।১৮৬।।
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ।।১৮৭।।
ললাটে বিচিত্র ঊর্ধ্ব-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব-অঙ্গ মনোহর।।১৮৮।।
কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে।।১৮৯।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।১৯০।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দমিলনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে না পারার যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বলদেবপ্রভু আত্মগোপন করিয়া হরিদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিতকে স্বীয় স্বরূপ দেখান নাই। আপাত দৃষ্টিতে বাহ্য-আচরণ বা উপাধিদ্বারা নিত্য-সত্যবস্তুর দৃগ্‌গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই,----দেখাইয়াছেন।।১৭৩।।

সেবোন্মুখ নেত্রে দৃষ্টি না করিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবেশ বুঝা যায় না। তাঁহার বাহিরে হাস্যযুক্ত এবং হৃদয়ে সর্বক্ষণ চৈতন্য-সেবা-সুখ-মগ্ন অবস্থা।।১৭৮।।

গৌরহরি সকল অনুগতজনের সহিত তাঁহাকে মহাভক্তিযোগে অবস্থিত দেখিয়া আনত হইলেন।।১৭৯।।

শ্রীমহাপ্রভুর পরমগম্ভীর মূর্তি, তাহাতে তিনি----কোটি মদন-সদৃশ বিলাস-ভূষণে বিভূষিত ও সৌরভময় কুসুম মালিকা-শোভিত, উজ্জ্বল-বসন-পরিহিত স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ।।১৮২।।

তাঁহার অঙ্গকান্তি পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের দীপ্তিকেও প্রভাহীন করিয়া দিতেছিল। কবিকূল চন্দ্রের শোভার অতুলনীয়তা বর্ণন করেন, সেই চন্দ্রও যাঁহার মুখমণ্ডল-দর্শনে উদ্‌গ্রীব, এরূপ অপরূপ সুন্দর মূর্তিমান্ বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর।।১৮৩।।

দাম,----শ্রেণী। কেশবন্ধন,----খোঁপা, বেণী, এস্থলে বাউরী-চুলের 'চূড়া'।।১৮৫।।

গৌরসুন্দরের প্রশস্ত অরুণ নয়ন-কমলের নিকট অন্য পদ্মের শোভা লক্ষিত হয় না।।১৮৬।।

সুপীন হৃদয়,----উন্নত বক্ষ। অতিক্ষীণ,----অতিসূক্ষ্ম। উন্নত বক্ষের তুলনায় অস্থূল সূত্রগুচ্ছ।।১৮৭।।

গৌরসুন্দরের নখরাজি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কোটিমণিশোভা সেই পদনখে দেদীপ্যমান। অমৃতনিন্দি হাস্য শোভা প্রদর্শন করিতেছে।।১৮৯।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।